উইথ দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অব বেঙ্গল

দুই বাংলার অরণ্যে এক বন কর্মকর্তার রোমাঞ্চকর অভিযান

ইউসুফ এস আহমেদ

উইথ দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অব বেঙ্গল

দুই বাংলার অরণ্যে এক বন কর্মকর্তার রোমাঞ্চকর অভিযান

রূপান্তর ইশতিয়াক হাসান

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উইথ দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অব বেঙ্গল
ইউসুফ এস আহমেদ
রূপান্তর
ইশতিয়াক হাসান

প্রকৃতি ও পরিবেশ
Nature and Environment

প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

অনুবাদ ও টিকাস্বত্ব : ইশতিয়াক হাসান

প্রকাশক
জসিম উদ্দিন

Email : info@kathaprokash.com
Facebook : facebook.com/kathaprokash
Youtube : youtube/kathaprokash
Web : kathaprokash.com

করপোরেট অফিস
কথাপ্রকাশ, সুইট ৮০২, লেভেল ৮, এসইএল রোজ-এন-ডেল
১১৬ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০
+৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩০, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬০০

সেলস সেন্টার, শাহবাগ
৭৩-৭৫ আজিজ সুপার মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
+৮৮০২৪৪৬১২২১৬, +৮৮০১৭০০৫৮০৯২৯

সেলস সেন্টার, বাংলাবাজার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
+৮৮০২২২৩৩৫২০৭৩, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩৩

কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-৯/১০ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭৩
০৩৩২২৪১০৪০০, +৯১৬২৯১৮৮৯০৫৩

প্রচ্ছদ : দেওয়ান আতিকুর রহমান
অঙ্কন : তন্ময় শেখ

With the Wild Animals of Bengal
by Yusuf S Ahmed
Translated by Ishtiaq Hasan

Published by Jashim Uddin

Kathaprokash, Suite-802, Level-8
SEL ROSE-N-DALE, 116 Kazi Nazrul
Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000
Phone : +8801324254630, +8801324254600

Cover Design : Dewan Atiqur Rahman
Illustration : Tonmoy Sheikh

Published February 2025

Printed by
Suborno Printers, 3/ka-kha, Patuatuli Lane
Dhaka 1100
+880247391925, +8801324254635

Buy online from
www.kathaprokash.com

or contact
+8801324254631, +8801324254633
(bkash Merchant number)

Inbox /kathaprokash

ISBN 978-984-99710-9-2

মূল্য ৳ ৫০০ ₹ ৫০০ $ ২৫ € ২৫ | Price ৳ 500 ₹ 500 $ 25 € 25

অনুবাদকের উৎসর্গ

শাহেদ ইনাম চৌধুরী

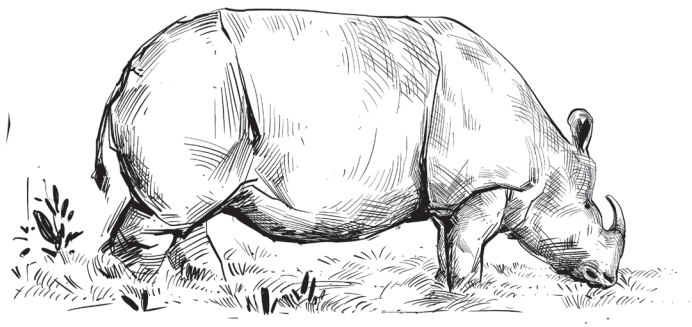

অনুবাদকের কথা

ইউসুফ এস আহমেদের *উইথ দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অব বেঙ্গল* বইটি প্রথম হাতে আসে সম্ভবত ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালে। পল্টনের পুরানো বইয়ের সেই বিখ্যাত খনিতে আবিষ্কার করেছিলাম। তখন উলটে-পালটে দেখলেও কী অমূল্য এক সম্পদ পেয়ে গেছি তা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি।

বাসায় এসে তড়িঘড়ি বইটি পড়া শুরু করলাম। যতই এগোলাম ততই রোমাঞ্চিত হলাম। মনে হচ্ছিল টাইম মেশিনে চেপে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের আদিম অরণ্যে হাজির হয়ে গেছি। ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল প্রভিন্সের বিভিন্ন বনে দায়িত্ব পালন করেছেন ইউসুফ এস আহমেদ। দেশভাগের পর থেকে ১৯৫৯ সালে বন বিভাগের চাকরি থেকে অবসরের আগে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অরণ্যগুলো চষে বেড়িয়েছেন। আর এই ৩৩ বছরে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে ঘটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্বাদু বয়ান লিপিবদ্ধ হয়েছে বইটিতে।

পড়তে পড়তে আমিও যেন লেখকের সঙ্গে রোমাঞ্চকর এক জগতে প্রবেশ করেছিলাম। কোনো অংশ পড়ে হচ্ছিলাম শিহরিত, কোনো অংশ আবার বিষাদে ছেয়ে দিচ্ছিল মনকে।

নিজের অজান্তেই হঠাৎ ইউসুফ এস আহমেদের সঙ্গে হাজির হয়ে গেলাম পার্বত্য চট্টগ্রামের কাসালংয়ের বনে। মাচার ওপর থেকে আমিও যেন দেখলাম বাচ্চাসহ বাঘিনীটিকে মড়ির দিকে এগিয়ে আসতে। আমার শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল অন্ধকার এক রাতে সুন্দরবনের ক্ষুধার্ত বাঘকে ঘরের গোলপাতার বেড়া ছিদ্র করে মানুষসহ বিছানা টানতে শুরু করার বর্ণনা পড়ে। অবিশ্বাস নিয়ে নিজের চোখের সামনেই যেন দেখলাম, বান্দরবানে হাতি শিকার অভিযানে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসিকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সুন্দরবন, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, সিলেট, ভাওয়াল-মধুপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় লেখকের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ বইটি পড়ে যখন শেষ করলাম তখন মনে হলো, আহ এমন একটি বই একা পড়ে বসে আছি। অন্যদের যদি পড়াতে পারতাম!

এই সুযোগে জানিয়ে রাখছি বইটির প্রকাশকাল ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে। প্রকাশক লেখক নিজেই। মুদ্রণ করেছে ব্র্যাক প্রিন্টারস। গত ৪৩ বছরে এর আর কোনো সংস্করণ বের হয়নি। আর প্রকাশের দেড় যুগ আগেই অবসরে চলে যান লেখক। কাজেই তিনি বেঁচে আছেন এমন আশা করাটা বোকামি। অনুমতির জন্য তাঁর মেয়ে কিংবা একমাত্র নাতির খোঁজ শুরু করলাম। পরের বছরগুলোতে কয়েকবারই বইটি অনুবাদের অনুমতির জন্য তাঁদের খোঁজ করেছি। তবে কোনোভাবেই হদিস পাইনি।

গত বইমেলায় কথাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত *থাংলিয়ানা* বইটিতে দেড়শ বছর আগের পার্বত্য চট্টগ্রামকে হাজির হতে দেখে স্থির করি যেভাকে হোক লেখকের মেয়ে ও নাতিকে খুঁজে বের করবই। যদিও মেয়ে বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স নব্বই ছুঁইছুঁই হওয়ার কথা।

কাজে নেমে আবিষ্কার করলাম আমার নিজের গোয়েন্দা চরিত্র নাহিদ দ্য ইনভেস্টিগেটরের মতো আমাকেও গোয়েন্দা বনে যেতে হচ্ছে। সম্বল বলতে ১৯৮১ সালের একটি ঠিকানা এবং কয়েকটা নাম।

ইউসুফ এস আহমেদ যেহেতু একসময় পুরো পাকিস্তানের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট ছিলেন তাই পরিচিত বন কর্মকর্তাসহ বন্ধু-বান্ধব অনেকের মাধ্যমেই চেষ্টা করলাম। তবে কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। আশা ছেড়ে দিচ্ছিলাম। এমন সময়ই অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে লেখকের নাতি শাহেদ ইনাম চৌধুরীর খোঁজ পেলাম। তবে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরও নানা কারণে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

বুঝতেই পারছেন বইটি যেহেতু অনুবাদ করতে পেরেছি শাহেদ ইনাম চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। আর তিনি খুব খুশি মনেই তাঁর নানার লেখা বইটি অনুবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বইটির অনেক ঘটনার সাক্ষী লেখকের মেয়ে রেজিয়া ফয়জুন্নেসা থাকেন ছেলে শাহেদ ইনাম চৌধুরীর সঙ্গেই। যদিও ৮৮ বছরের রেজিয়া বার্ধক্যের কারণে বেশ অসুস্থ।

পুরানো দিনের সেই পাহাড়-অরণ্যে রোমাঞ্চকর যাত্রা শুরুর আগে কিছু তথ্য দিয়ে রাখছি। বইটিতে বন্যপ্রাণীর আচরণ, অবস্থান এবং ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে লেখক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন পাঠকদের জন্য। এগুলোর কোনো কোনোটি সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। কিছু ক্ষেত্রে আবার লেখকের সঙ্গে পাঠকের মতের পার্থক্য থাকতে পারে। মূল বইয়ের ভাব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই তথ্য সেভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। তবে কিছু কিছু অংশে টীকা হিসেবে পাতার নিচের অংশে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নতুন কিংবা বাড়তি তথ্য যোগ করেছি। অর্থাৎ নিচের টীকার বক্তব্যগুলো আমার মানে অনুবাদকের, মূল লেখকের নয়।

বইটিতে বন্যপ্রাণী শিকারের বর্ণনা প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের মনে কষ্ট দিতে পারে। যদিও এই শিকারগুলো প্রত্যেকটি বৈধভাবে এবং পারমিটের মাধ্যমে করা হয়েছে, তারপরও এসব শিকারকে জাস্টিফাই করার সুযোগ নেই। তবে কথা হলো ওই সময়ের বাংলাদেশ এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের বনের চিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে এর চেয়ে ভালো বই আর হয় না।

উইথ দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অব বেঙ্গল যখন লেখেন তখনই আগের থেকে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে বলে আফসোস করেছেন লেখক। তাঁর বন্যপ্রাণীর সঙ্গে যে রোমহর্ষক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে এখনকার (যখন বইটি লিখছেন) তরুণদের তা উপভোগের সুযোগ নেই। একই সঙ্গে আশা করেছিলেন বইটি কেউ হয়তো অন্য ভাষায় অনুবাদ করবে। *উইথ দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অব বেঙ্গল* বাংলায় অনুবাদ করে তাই তাঁর ওই চাওয়াও পূরণ করলাম। এখন বন্যপ্রাণীর পরিস্থিতি লেখক যখন বইটি লেখেন তার চেয়েও অনেক করুণ। একের পর এক হাতি হত্যা এই আশ্চর্য সুন্দর প্রাণীটি বাংলাদেশের বন-পাহাড় থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে মনে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো বুনো বাঘ টিকে আছে কি না তা রহস্যে মোড়া। এমনকি কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চিতা বাঘও অনেকটাই দুর্লভ। কাজেই পাঠক চলুন, সেই সময়ের জঙ্গলে এবং বন্যপ্রাণীর জগতে, যা আর ফিরে আসবে না।

ইশতিয়াক হাসান
শান্তিনগর, ঢাকা

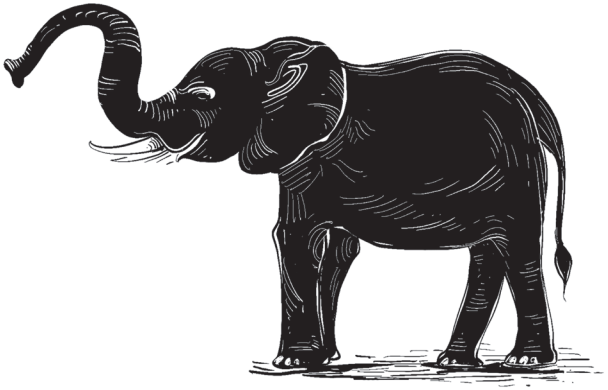

লেখকের ভূমিকা

ভারতের ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পর আমার প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল বেঙ্গলের জলপাইগুড়ি। ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশ বেঙ্গল। নানা ধরনের এবং আকারের বন্যপ্রাণীর এক স্বর্গরাজ্য বলা চলে একে। বিশাল আকারের বুনো হাতি থেকে শুরু করে খুদে আকারের তিতির পাখি কোনো কিছুরই অভাব ছিল না এখানে।

বেঙ্গলের প্রতিটি ফরেস্ট ডিভিশনেই কাজের অভিজ্ঞতা হয় আমার। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৫৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৩৩ বছরের বেশি সময় এই বনগুলোয় (দুই বাংলার) সঙ্গে আমার সম্পর্ক। এ দীর্ঘ সময়ে এখানকার বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সঙ্গে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয় আমার। প্রতিদিনের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে ডায়েরিতে টুকে রাখার একটা ভালো অভ্যাস ছিল আমার। আবার একই সঙ্গে খারাপ একটা দিকও ছিল, সেটা এ ধরনের অভিজ্ঞতার মজার অংশগুলো বিস্তারিত না লেখা।

পরিচিতদের থেকে বন্যপ্রাণীদের নিয়ে তাদের অনেক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনিও শুনেছি বিভিন্ন সময়। তবে এগুলোরও কোনো রেকর্ড রাখিনি।

আমার চাকরি জীবনের শুরুতে বনের জীবন কখনোই একঘেয়ে ছিল না। ভোরের আলো ফুটতেই কিংবা বিকেলে ক্যামেরা অথবা বন্দুক হাতে বনে প্রবেশ করলে কোনো বন্য জানোয়ার বা পাখির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া, রোমাঞ্চকর কোনো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে যাওয়া ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে পরের দিকে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা এতটাই কমে যায় যে তাদের দেখা পাওয়াটা রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়ে ওঠে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়টি ঘটে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে। যখন একদল দুর্বৃত্ত বাড়ি লুট করলে আমার ডায়েরি এবং ছবিগুলো চিরতরে হারাই।

তবে আমার যতগুলো ঘটনার কথা মনে আছে সেগুলো লেখার পেছনে যে মানুষটি আছে সে আমার মেয়ে রেজিয়া। আমার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকাতেই কাজটা করা সম্ভব হয়। আবার ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুনো দাঁতাল হাতিটা যখন ঝড়ের বেগে তেড়ে আসছিল তখন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল কেবল সে-ই। গুলি করে মাটিতে ফেলার আগে বিশালদেহী মূর্তিমান যমদূতটা আমার থেকে কেবল দশ গজ দূরে ছিল। জীবনে ওই সময়ই প্রথম মৃত্যুর এত কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। আর তাই এই বইটি উৎসর্গ করলাম তাকে। আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রেজিয়াই বন্যপ্রাণীর সঙ্গে রোমাঞ্চকর কিছু অভিজ্ঞতায় আমার সঙ্গী ছিল। কাজেই আমি মনে করি এটা তাঁর প্রাপ্য।

ডায়েরি হারিয়ে যাওয়ায় সেখানে থাকা সব তথ্যও হারিয়েছি আমি। এ কারণে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত খুব ঘনিষ্ঠরা ছাড়া অন্যদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। তেমনই নিখুঁতভাবে স্থান-তারিখ বা জায়গার নাম বর্ণনা করতে গিয়েও ঝামেলায় পড়তে হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটি তৈরি এবং ছাপার পেছনে যেসব বন্ধু, পরিচিত এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের সাহায্য পেয়েছি তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তবে কয়েকটি নাম না বললেই নয়। তাঁদের সাহায্য ছাড়া বইটি কোনোভাবেই আলোর মুখ দেখত না।

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার বন্ধু প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে (বইটি প্রকাশের আগেই অবশ্য ইব্রাহীম খাঁর মৃত্যু হয়)। বাংলাদেশের এই বিখ্যাত ছোটো গল্পকার ও পণ্ডিত দয়া করে আমার পাণ্ডুলিপিটি পড়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন।

শিল্পী আবুল কাশেমকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, বইটির বিষয়ে আগ্রহ দেখানো এবং যত বেশি সম্ভব ছবি যোগ করার পরামর্শ দেওয়ায়। বাংলাদেশের বর্তমান ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট (বইটি লেখা ও প্রকাশের সময়) মি. এ হামিদ এবং ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট মি. সালামত আলীর কাছে ঋণী রঙিন কিছু ছবি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য।

বন সংরক্ষক (কনজারভেটর অব ফরেস্ট) মি. আব্দুল আলীমের নাম আলাদাভাবে বলতে হয়, ধৈর্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাণ্ডুলিপিটি পড়া এবং সম্পাদনায় ব্যয় করায়।

আর সবশেষে আমি আমার বন্ধু ড. এ সাত্তার এবং অ্যালেন সাত্তারের কথা বলতে চাই। তাঁদের সাহায্য ছাড়া বইটি ছাপার জন্য প্রেসে যেতই না। অ্যালেন সাত্তার নিজেও বেশ কিছু বই লিখেছেন এবং তিনি একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী বইটি ছাপা হয়েছে।

এখানে আর কয়েকটি কথা না বললেই নয়। যখন আমার একমাত্র নাতি শাহেদ ইনাম চৌধুরীকে কিছু কাহিনি গল্পচ্ছলে বলি তখন সে সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'নানা তোমাকে অবশ্যই এগুলো লিখতে হবে।' আবার সে এই বলে হতাশা প্রকাশ করে যে, অনেক দেরিতে জন্ম নেওয়ায় আমার সঙ্গে রোমাঞ্চকর অভিযানে অংশ নিতে পারেনি।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উলটো পিঠে কমেছে বন্যপ্রাণী এবং পাখির সংখ্যা। আর আমার বন্যপ্রাণীর সঙ্গে যে রোমহর্ষক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এখনকার তরুণদের জন্য অকল্পনীয় এক বিষয়। তাদের জন্য আশা করি একদিন এই গল্পগুলো অন্য ভাষায়ও অনূদিত হবে।

জেনে নিই

কাহিনির বিস্তার

এই বইটিতে বিভিন্ন পশু-পাখির যে কাহিনিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর ঘটনাস্থল বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা। এটা ২১ ডিগ্রি থেকে ২৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮ থেকে ৯৩ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

ভৌগোলিক অবস্থান

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়। বছরে এটা ৯০ ইঞ্চি। উত্তর-পূর্বে সিলেটে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বেশি, বছরে এটা ২০০ ইঞ্চি। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে এটা কমতে থাকে। কক্সবাজারে ১৪০ ইঞ্চি থেকে ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে দক্ষিণে খুলনায় ৯০-১০০ ইঞ্চি।

মূলত উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল এটা। তবে ৭০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় দার্জিলিংয়ে পরিস্থিতি আলাদা। সেখানে শীতে বরফও পড়ে।

ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করলে উত্তরে খাড়া পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে নামতে নামতে শিলিগুড়িতে এসে সমতলে রূপ নিয়েছে। পূর্বের পাহাড়গুলো বেশ নিচু, সর্বোচ্চ উচ্চতা দুই হাজার ফুট। ভুটানের পাহাড়গুলোর বর্ধিত অংশ এটা। সিলেটে বেশির ভাগই ছোটো পাহাড় বা টিলা, সর্বোচ্চ দুইশ ফুট পর্যন্ত উঁচু এগুলো। উত্তরে খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে ত্রিপুরার পাহাড়ের বাড়তি অংশ বলা চলে এই ছোটো ছোটো পাহাড়গুলোকে।

দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ের দেখা মেলে। তবে এগুলো মূলত পুবের লুসাই পাহাড় এবং আরও দক্ষিণে বার্মার আরাকান পর্বতমালার বর্ধিত এলাকা। এদিকে খুলনায় জমি সমতল এবং জলাময়। বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত পানিতে সিক্ত হয় এই এলাকা।

অরণ্য

উত্তরে দার্জিলিংয়ে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় দেবদারু এবং নানা রঙের রডডেনড্রন চোখ জুড়ায়। একটু নিচের দিকে ওক, চাম্প ও ম্যাঙ্গোলিয়ার মতো বৃক্ষ দেখা যায়। দুই হাজার ফুটের নিচে শাল এবং গজারিগাছ বেশি। উত্তরের ছোটো পাহাড়ের নিচে শালগাছের পাশাপাশি কখনো কখনো ঘাসবহুল জমি নজর কাড়ে। নদীতীরের বালু মাটিতে আবার পাবেন অ্যাকাশিয়াগাছ।

জলা এলাকার আশপাশে বেতের ঝাড়, হাতি ঘাস এবং নলখাগড়া কয়েক জাতের হরিণ এবং বুনো শূকরের জন্য চমৎকার আশ্রয় হিসেবে কাজ করে। আর এদের খাওয়ার লোভে আস্তানা গাড়ে বাঘ। কিছু গন্ডার এবং বাইসন বা বনগরুও পাওয়া যায়। শীতের সময় বুনো হাতি দলবেঁধে নেমে আসে ভুটানের পাহাড় থেকে। তবে দলছুট কোনো